AwaKvi ewÂZ RbMb Ges ¯vqxZkxj Rxeb-RxweKv

m¤úv`bv
খন্দকার আযিযুল হক মনি
নির্বাহী পরিচালক
উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস)

cKvkK
বঞ্চিত জনগনের অধিকার এবং স্থায়ীত্বশীল জীবন-জীবিকা
উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস)
৮৪, অম্বিকা বসু লেন, আরএন রোড, যশোর।
তার বার্তাঃ +৮৮০৪২১-৬৮৪৫৩
ই-মেইলঃ uss.jessore@gmail.com

cKvkKvj
ডিসেম্বর ২০১৪

cKí mgqKvj
জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪

Z_¨msMn I c¯ZKiY
লোককেন্দ্র ফোরাম (কামারখোলা ও সুতারখালী)
ও
মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী
মোঃ হাবিবুর রহমান, স্পন্সরশীপ অফিসার
শারমিন আক্তার আঁখি, সহকারী স্পন্সরশীপ অফিসার
ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মোঃ মাসুদ খান, প্রোগ্রাম অফিসার
গৌতম কুমার সাহা, হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কল্লোল বিশ্বাস।

g`Y I wWRvBb

Avgv‡`i K_v

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে দুর্যোগপ্রবন। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। বারংবার দুর্যোগের আঘাতের কারণে উপকূলীয় এলাকার মানুষ দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ফলে উপকূলীয় বিপন্ন জনগন সামাজিক, অর্থনৈতীক, রাজনৈতীক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের এই পিছিয়ে পড়া হত দরিদ্র-অসহায় জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ইউএসএস একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় ক্লাইমেট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজের নির্যাতিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়, ক্ষমতায়ন, জীবন জীবিকা এবং পরিবেশের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লাইমেট প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের দুর্যোগ, পরিবেশ, মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য ২রা মে ২০০৯ সাল হতে কাজ করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যার আলোকে তাদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যা ও বাস্তবায়ন সুপারিশমালা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে ও দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য দারিদ্র পীড়িত মানুষের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্টানের কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্য কাজ করে যাচ্ছে । এলাকার ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও সীমিত সম্পদের মাধ্যমে তা মেটানো সম্ভব নয়। সরকারীভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে এলাকার চাহিদা পুরন করা সম্ভব হয়নি। এলাকাটি দুর্যোগ প্রবন হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময়ে মানুষ নিজের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাতিব্যস্ত থাকে। যা এলাকার মানুষের উন্নয়নের একটি বিরাট অন্তরায়। তাই কর্মএলাকার মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ও দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য দক্ষ করে গড়ে তোলা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সুতরাং, অধিকার বঞ্চিত মানুয়ের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে উপকূলীয় জনগনের ভাগ্য ফেরাতে।

খন্দকার আযিযুল হক মনি
নির্বাহী পরিচালক
উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস)
যশোর।

cK‡íi j¶¨t

- SwKceY `wi` I cwšÍK Rb‡Mvôxi gvbm¤§Z Rxeb-RxweKvi wbivcËv wbwðZ Kiv|

cK‡íi D‡Ïk¨t

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি সহনীয় মাত্রায় হ্রাস করতে পারবে/ সক্ষম হবে।
- এলাকায় দরিদ্র বান্ধব, স্থায়ীত্বশীল ও জলবায়ু অনুকূল কৃষি, পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- এলাকার প্রান্তিক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠির সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য উদ্দ্যেগ গ্রহন করা হবে।
- এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্বার্থে দরিদ্র বান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হবে।

cKí GjvKvt

খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলর কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়ন ২টির ৬টি গ্রাম যা সুতারখালী ইউনিয়নের সুতারখালী, নলিয়ান ও কালাবগী এবং কামারখোলা ইউনিয়নের কালিনগর, কামারখোলা ও শ্রীনগর গ্রামে কাজ করছে।

cKí GjvKvmgnt

‡Rjv	Dc‡Rjv	BDwbqb	Mvg
Ljbv	`v‡Kvc	Kvgvi‡Lvjv	KwjbMi, Kvgvi‡Lvjv Ges kxbMi
		mZviLvjx	mZviLvjx, bwjqvb Ges KvjveMx
1 wU	1 wU	2 wU	6 wU

কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নে মোট ৪টি লোককেন্দ্র, ৩০ টি রিফ্লেক্ট সার্কেল, ১৬ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে মোট ৬৮৩ জন স্পন্সর শিশু, ৫টি কৃষক দল, ২ টি নারী কৃষক দল, ৪ টি বাওয়ালী গ্রুপ, ২ টি মাওয়ালী গ্রুপ, ৪ টি জেলে গ্রুপ, ৪ টি ইয়ুথ গ্রুপ, ১ টি কমিউনিটি জার্নালিষ্ট গ্রুপ এবং ১৬ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে সর্বমোট ২,২৭৮ জন সদস্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ২,২৭৮ জন এবং পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ জন।

cK‡íi ARbmgn -2014t

µwgK bs	ARbmgn	msL¨v
১	সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৩০টি রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন	১০২৯ জন
২	শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১৬ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠদান	১৫০৫ জন
৩	স্পন্সর শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান	২৩৯ জন
৪	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুর সংখ্যা	৫৫৩ জন
৫	চিত্রাঙ্কনের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	৬০ জন
৬	উপজেলা পর্যায় থেকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতার পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	৫ জন
৭	সাংবাদিকতার উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত শিশুর সংখ্যা	২ জন
৮	সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রাপ্তি (ভিজিএফ, ভিজিডি, কর্মসৃজন, কারিটা, কাবিখা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ইত্যাদি)	১৩০৮ জন
৯	উপজেলা কৃষি অফিস থেকে জলবায়ু সহনশীল স্থায়ীত্বশীল কৃষির জন্য ধান, সূর্যমুখী, তরমুজ ও সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন ও বীজ সহায়তা গ্রহন	১৮২ জন
১০	সার্কেল সদস্য কর্তৃক জমি বন্ধক	৫১ বিঘা

µwgK bs	ARbmgn	msL¨v
১১	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন (ধান, সূর্যমুখী, সবজী ও তরমুজ)	২৯ টি
১২	কমিউনিটি পর্যায়ে বীজ ব্যাংক স্থাপন	৩ টি
১৩	কমিউনিটি পর্যায়ে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন	১০ টি
১৪	কমিউনিটি পর্যায়ে নার্সারী প্লান্ট স্থাপন	২ টি
১৫	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের জন্য ৩০টি সার্কেলে তহবিল গঠন	২,১৬২,৫৩৮ টাকা
১৬	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির উপর ২৬ টি সার্কেলে দুর্যোগ তহবিল গঠন	৯২,৫১২ টাকা
১৭	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহন	১০২৯ জন
১৮	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির উপর সার্কেল পর্যায়ে ডামি তৈরী	২৬ টি
১৯	ঝড়ের কবল থেকে রক্ষার জন্য ঘর টানা বাঁধা	১১৬৩ টি
২০	বসত ভিটা উঁচুকরন	৬৭৯ টি
২১	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভূক্তিকরন	৮ জন
২২	ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যদের মাঝে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির উপকরণ সরবরাহ	১০০ জন
২৩	সুপেয় পানির জন্য পুকুর খনন	২ টি
২৪	সুপেয় পানির জন্য পুকুর সংস্কার	৬ টি
২৫	সুপেয় পানির জন্য পিএসএফ নির্মাণ	১৩ টি
২৬	সুপেয় পানির জন্য পিএসএফ সংস্কার	৮ টি
২৭	গাজী ট্যাংক বিতরণ	৫২ টি
২৮	সরকারী বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে সাংবাদিক সম্মেলন	১১ বার
২৯	সরকারী বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান	১২ বার
৩০	সাংবাদিক সম্মেলন, মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদানের ফলে স্লুইচ গেট নির্মাণ/সংস্কার	৪ টি
৩১	স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে রাস্তা সংস্কার	৩ কিঃমিঃ
৩২	বাল্য বিবাহ রোধ	৪ টি
৩৩	নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্যাম্পেইন ও মামলা গ্রহন	১ বার
৩৪	জনগনের অংশগ্রহনে ইউপি কর্তৃক প্রথম উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা	১ বার
৩৫	ওয়াচ ডগ কমিটি কর্তৃক ৩২ নং পোল্ডারের ঝুঁকিপূর্ন স্থান চিহ্নিতকরন ও এ্যাডভোকেসীর ফলে ঝুঁকিপূন বেড়ীবাঁধ সংস্কার	৩ টি পয়েন্ট
৩৬	কমিউনিটি পর্যায়ে নেতৃত্বদানে সক্ষম নারীর সংখ্যা	৪২ জন

cK‡íi P¨‡jÄmgnt

- দূর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- এলাকায় কর্মসংস্থানের অভাব।
- ত্রান নির্ভরশীলতার মনোভাব।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।
- কর্ম এলাকায় দিন দিন লবনাক্ততার পরিমান বৃদ্ধি।

cK‡íi wkLbmgnt

- আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে সফলতা নিশ্চিত।

- সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সফলতার পূর্বশর্ত।
- একজন উন্নয়নকর্মী নিজেই শিখনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।
- নতুন ধরনের সমস্যাসমূহ সমাধানার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য সর্ম্পকে পূর্ব-অবগতি।
- পিআরআরপিতে প্রাপ্ত অংশগ্রহনকারীদের মতামত ও সমস্যার আলোকে কাজ করতে পারলে তাদের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

বর্তমান দাকোপ উপজেলা প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি পায় ১৯১৩ সালে একটি স্বতন্ত্র থানা রূপে। ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৩১ জনগণ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) অধ্যুষিত দাকোপ উপজেলার দক্ষিণের ১১,৭৯০ হেক্টর জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। পশ্চিমে পশুর নদী, পূর্বে শিবসা নদী এবং উত্তরে বটিয়াঘাটা। উপজেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে ভদ্রা, মরা পশুর, মানকি নদী, নালিয়ান খাল, চুরিয়া খাল, জুগরা খাল ও বিশানবাড়ি খাল। নদী ও খালের এই আধিক্যের কারণে ১৯৬০ এর দশকের পূর্বে দাকোপের ৯ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার বড় অংশ জোয়ারের সময় লবণ পানিতে তলিয়ে যেত। তাই এই এলাকার অধিকাংশ জনগণ জীবন ধারণ করত মৎস্য শিকার ও সুন্দরবন থেকে সম্পদ আহরণ করে। ১৯৬০ এর দশকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষে ১৩৯ টি পোল্ডার নির্মাণ করে। দাকোপ পড়ে ৩০, ৩১ ও ৩২ নং পোল্ডারের আওতায়। এই প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে বাধ নির্মাণ করে কৃষি জমিতে লবণ পানি প্রবেশে বাধা দেয়া হয়। প্রথম দুই দশক পোল্ডারের অন্তর্ভূক্ত জমিতে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

তবে, দাকোপের চারপাশে ও অভ্যন্তরে বড় বড় নদী ও খাল থাকায় নেদারল্যান্ডের অর্থায়নে নির্মিত পোল্ডার রক্ষা বাধ সবসময় ঝুঁকির মধ্যে ছিল। ১৯৮০ দশকে ৩২ নং পোল্ডারের আওতাধীন কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নে বাধের বিভিন্ন জায়গা কেটে ও ছোট ছোট স্লুইস গেট নির্মাণ করে লবণ পানি প্রবেশ করানো হয় বাঘদা চিংড়ি চাষের জন্য। এর ফলে কৃষি জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করায় কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হতে থাকে এবং পোল্ডার রক্ষা বাধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৩২ নং পোল্ডার বাধের উপর প্রায় তিন দশক ধরে চলমান অত্যাচারের ভয়াবহ পরিণতি দাকোপবাসী দেখতে পায় ২৫ মে ২০০৯। আইলার আঘাতে উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নের বাধ ভেঙ্গে সমগ্র এলাকা পানির নীচে চলে যায়। গৃহহীন মানুষ আশ্রয় নেয় অবশিষ্ট বাধের উপর, ধ্বংস হয়ে যায় সমস্ত শস্য, মারাযায় গৃহপালিত পশু, হাহাকার সৃষ্টি হয় বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির জন্য। কামারখোলা ইউনিয়নের ৩১৪৪ পরিবার এবং সুতারখালী ইউনিয়নের ৬৭৬৯ পরিবার আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

আইলার পরে বিধ্বস্থ জনগন বেড়ীবাঁধ রক্ষায় উদ্যোগী হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন, মানব বন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে বেড়ী বাঁধ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

‡jvK‡K›` †dvi‡gi D‡`¨v‡M k³-gReZ †eox ev‡ai `vex‡Z cwb m¤ú` gšxi eivei ¯§viKwjwc c`vb

ভূমিকাঃ দাকোপ উপজেলার আইলা দূর্গত ৩২নং পোল্ডারটি কামারখোলা এবং সুতারখালী ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এলাকার প্রায় ৭০ হাজার মানুষ আইলা পরবর্তী অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে গত পাঁচ বছর অতিক্রান্ড় করেছে। আইলার মূল কারন ছিল দূর্বল বেড়ীবাঁধ ও নষ্ট স্লুইচগেট যা আইলার আঘাতে নিমিষে ভেঙ্গে গিয়ে সমগ্র এলাকা প্লাবিত করে। ফলে মানুষ হয়ে পড়ে অসহায় যেখান থেকে উত্তরনের জন্য এখনও সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। ২০১৩ সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ৩২নং পোল্ডারের বাঁধ পুনঃ নির্মানের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওয়াপদা রাস্ড়ার বিভিন্ন স্থানে যেমন, কালাবগী খাঁ বাড়ী থেকে নলিয়ান বিকাশ মিস্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ড় ওয়াপদার অবস্থা নাজুক। ওয়াপদার পাশে কোন ঢাল নেই। গুনারী গনেশ চৌকিদারের বাড়ী থেকে ০২ নং ওয়ার্ডের আতিরটেক পর্যন্ড় বেড়ি বাঁধ খুবই দুর্বল। তাছাড়া নলিয়ান বাজার সংলগ্ন বেড়িবাঁধের অবস্থা খুবই ভয়াবহ এছাড়া ওয়াপদার বাহিরে অর্থাৎ শিবসা নদীর পাশ দিয়ে দুর্বল এ ধরনের আরো অনেক জায়গা ঝুঁকিপুর্ন অবস্থায় রয়েছে। সুতারখালী মডেল ভিলেজ এলাকা প্রায় ১০০ ফুট ক্ষতিগ্রস্থ। কালাবগী শশী ডাক্তারের বাড়ী সংলগ্ন সৈয়দ আলী সানার বাড়ী হতে সুরত আলী গাজীর বাড়ী পর্যন্ড় প্রায় ১০০০ ফুট। (মন্দির সংলগ্ন প্রায় ৪০০ ফিট অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ)। কালাবগী বাজার এলাকায় হাজী আলী আকবরের বাড়ী হতে শফিকুল সানার বাড়ী পর্যন্ড় প্রায় ৩০০ মিটার। কালাবগী আবুল মেম্বরের বাড়ী হতে রহমতের বাড়ী পর্যন্ড় ৪০০ মিটার এলাকা বেশ ঝুকিপূর্ণ। নলিয়ান লঞ্চঘাট থেকে কৃষ্ণপদ (লাল্টু) মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ড় ৫০০ মিটার এলাকা পুরোটাই অধিক ঝুকিপুর্ণ। ছোট কালীনগর সুবোধ রায়ের বাড়ী হতে পরিমল রায়ের বাড়ী পর্যন্ড় প্রায় ৩০০ ফুট । ইতোমধ্যে এর কিছু অংশ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রসাদ রায়ের বাড়ী হতে রঞ্জন রায় এর বাড়ী পর্যন্ড় প্রায় ৩০০ ফুট । উলেখ্য যে,গত ০২.০২.২০১৪ ইং তারিখ রোজ রবিবার দুপুর ১২.৩০– ২.০০ টার ভিতরে নলিয়ান বাজার সংলগ্ন ১৮টি দোকানঘর ও ৩টি বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এসকল ঝুঁকিপুর্ন চিহ্নিত স্থানগুলি যদি অতিদ্রুত সংস্কার করা না হয় সেক্ষেত্রে আবারও আইলার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক।

সেক্ষেত্রে সর্বস্ড়রের মানুষের দাবি অতি সত্বর ৩২ নং পোল্ডারের সকল বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা একান্ড় প্রয়োজন। তা না হলে নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার ও সর্বোচ্চ ঝুকির মধ্যে থাকা পরিবারগুলি আক্রান্ত হবে। এমতাবস্থায় অতি সত্বর যদি নষ্ট গেটগুলি পুনঃনির্মান, ক্ষতিগ্রস্থ স্লুইচ গেট ও বিধ্বস্থ বেড়িবাঁধ সংস্কার করা না হয় তাহলে আবারও এলাকায় লবন পানি প্রবেশ করে শতশত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থসহ সমগ্র জমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সমগ্র এলাকাবাসীর পরিবার পরিজন নিয়ে এলাকা ত্যাগ করা ছাড়া কোন গতান্ড়র থাকবেনা। সেজন্য ৩২ নং পোল্ডারের সকল বেড়িবাঁধ অতি দ্রুত সংস্কার করে দ্রুত জনগনের ব্যবহার উপযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকরনে লোককেন্দ্র ফোরাম এলাকার সর্বস্ড়রের মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা করে গণ স্বাক্ষরসহ গত ৩০.০৯.২০১৪ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন পাশাপাশি স্মারকলিপির অনুলিপি দেন মাননীয় সংসদ সদস্য-দাকোপ, বটিয়াঘাটা ও দেলুটি, খুলনা -১ আসন, মাননীয় জেলা প্রশাসক খুলনা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পাউবো খুলনা, প্রেস ক্লাব দাকোপ, খুলনাকে। এর পাশাপাশি কিছু দাবী উপস্থাপন করে যাহা নিম্নরুপঃ

GjvKvevmxi `vex mgnt

১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বেড়িবাঁধের ঝুঁকিপুর্ন স্থানগুলো অতিদ্রুত মেরামত করা।

২. নষ্ট হওয়া স্লুইচ গেটগুলো চিহ্নিত করে পুনঃনির্মান এবং ক্ষতিগ্রস্থ গেটগুলি আগামী ১ মাসের মধ্যে সংস্কার করা।

৩. নদীর পাশে বাঁধের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় বনায়ন করা।

৪. প্রতিবছর নিয়মিত বাঁধ রক্ষনাবেক্ষন করা।

৫. পোল্ডার অভ্যন্ড়রে অবস্থিত খালগুলি উদ্ধার ও খনন করে মিষ্টি পানি ধরে রেখে চাষাবাদ করার ব্যবস্থা করা।

Ó†eox eva mi ÿvq Awbgv †Mvj`v‡ii AMYx D‡`¨vMÓ

দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ৩২নং পোল্ডার। পোল্ডারটির চারদিকে নদী দ্বারা বেষ্টিত। বিগত আইলা পরবর্তী পর্যায়ে পোল্ডারের চারপাশের ওয়াপদার বর্তমান অবস্থা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

পাশাপাশি স্লুইস গেট গুলোর অবস্থা তেমন ভালনা। কিছু কিছু স্লুইস গেট নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যেগুলো আছে সেগুলোর রক্ষনাবেক্ষনের উদ্যোগের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এখানে দুর্বল বেড়ী বাঁধের কারনে অতিরিক্ত জোয়ারের পানি প্রবেশ এবং অতি বর্ষণের ফলে পোল্ডার অভ্যন্তরে পানি জমে যাওয়া মূল সমস্যা। তাই রিফ্লেকশন একশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভদ্রা রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যগন বুঝতে পারেন যে, দুর্বল বেড়ী বাঁধ ৩২ নং পোল্ডার এলাকায় উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। সেজন্য সুতারখালী ইউনিয়নের সুতারখালী গ্রামের ভদ্রা রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যগন দুর্বল বেড়ী বাঁধ সুরক্ষার উপর বিয়ষটি অন্যান্য সার্কেল সদস্যদেরকে অবগত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কামারখোলা ইউনিয়নের কালিনগর গ্রামের বনফুল রিফ্লেক্ট সার্কেল সদস্য ভূমিহীন অনিমা গোলদার (৩২), পেশা- দিনমজুর, এর নেতৃত্বে ২৬ টি সার্কেলের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক স্থানীয় ইউপি মেম্বার, চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজ প্রতিনিধিদের নিয়ে বেড়ী বাঁধ সুরক্ষা এবং পুরাতন স্লুইস গেট সংস্কার ও নতুন স্লুইস গেট নির্মাণের দাবীতে মিটিং করে। উক্ত মিটিং এ সার্কেল সদস্যগণ তাদেরকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করাতে সক্ষম হন। মিটিং এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনিমা গোলদার এর নেতৃত্বে ২০১১ সালে রিফ্লেকশন একশন গ্রুপ, স্থানীয় জনগন, ইউপি মেম্বার, চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ক্যাম্পেইন কার্যক্রম হাতে নেয়। উক্ত ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় অনিমা গোলদার নিজে রিফ্লেকশন একশন গ্রুপ ও স্থানীয় সুশীল সমাজ প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে খুলনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এবং স্থানীয় জনগন, রিফ্লেকশন একশন গ্রুপ, ইউপি মেম্বার, চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে ডাকবাংলা চত্বরে একটি র‍্যালী ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠান করে। এরপর মানব বন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ এবং ডেপুটি কমিশনার, খুলনা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে যার কপি প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট মিনিষ্ট্রিতে প্রেরণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ দুই বছর পর ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩২ নং পোল্ডার এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ী বাঁধের ১০টি পয়েন্টে সংস্কার কাজ সমাধা করে এবং কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নে দুটি নতুন স্লুইচ গেট নির্মাণ করে যাতে অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে পানি সহজে নিষ্কাশন হতে পারে। একজন নারীর একক উদ্যোগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে কতখানি সফলতা আসতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল এই অনিমা গোলদার। একজন অনিমা গোলদারই পারে নারী নেতৃত্বকে দেশের উন্নয়নে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে।

বর্তমানে অনিমা গোলদার বেড়ী বাঁধ সুরক্ষার পাশাপাশি তার সার্কেলের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কাজ যেমন ধান ও সবজি চাষ, পাওয়ার ট্রলার ক্রয় ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ইউপি ও উপজেলা প্রশ্সন এর সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

‡¯”Qvk‡g ‡eoxeva ms¯‹vi

খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়ন দুইটি নিয়ে ৩২ নং পোল্ডার অবস্থিত।

বিগত ২০০৯ সালের ২৫শে মে'র আইলায় পোল্ডারে অবস্থিত ওয়াপদা বেড়ী বাঁধগুলো হয়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত। তারই ধারাবাহিকতায় কামারখোলা ইউনিয়নে অবস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশ দিয়ে সুতারখালী ইউনিয়নের নলিয়ানগামী ওয়াপদা বেড়ী বাঁধটির কামারখোলা গ্রামের গাজী বাড়ীর দক্ষিন পাশের ওয়াপদা বেড়ী বাঁধটি হঠাৎ ধবসে পড়ে। ফলে নলিযান থেকে দাকোপ উপজেলা হেড কোয়ার্টারে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় উলাসী সৃজনী সংঘের বাস্ড়বায়নে কামারখোলা ইউনিয়নে গঠিত ৩টি রিফ্লেক্ট সার্কেলের সকল সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ধবসে যাওয়া স্থানটি স্ব-উদ্যোগে সংস্কার করেন। রিফ্লেক্ট সার্কেলের এই সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজকে এলাকার সুশীল সমাজ সাধুবাদ জানান।

আইলার পর পরই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মানুষ আবার ঘুরে দাড়ানোর চেষ্টা করে এবং বর্তমানে তারা একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জমির লবনাক্ততা এখন তাদের কাছে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হিসাবে দেখা দিয়াছে। সুতরাং লবণ সহনশীল চাষাবাদের প্রয়োজন এখন অনস্বীকার্য। পূর্বে কৃষকরা জমি চাষবাষ ও ফসল উৎপাদনের জন্য সাধারনত গরু-লাঙ্গল, আঁচড়া, মই ব্যবহার করত। বর্তমানে কৃষকরা আধূনিক উপায়ে চাষাবাদ করছে।

চিত্র ১-ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরনের তুলনা

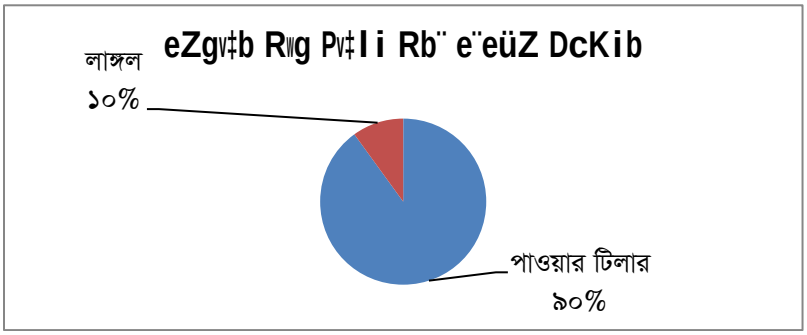

DrmÑ gvV M‡elbv, RjvB 2013

বর্তমানে চিংড়ি চাষ বন্ধ হওয়ায় এবং লবনসহনশীল ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান -২৮ জাতের ধান চাষাবাদের কারনে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।। কৃষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা গেছে বর্তমানে বিঘা প্রতি প্রায় ১২-১৭ মন পর্যন্ত ধান পাওয়া যায় এবং বিঘা প্রতি খরচ প্রায় ৪০০০-৬০০০ হাজার টাকা। ধানের এই জাতগুলোর দাম মন প্রতি ৬০০-৬৫০ টাকা। তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪২, ব্রিধান-৪৯ ও ব্রি ধান -২৮ জাতের ফলন তুলনামুলক ভাবে বেশী পাওয়া যায়।

চিত্র ২- ১০ বছর পূর্বের ও বর্তমানের ফসলের উৎপাদনশীলতার তুলনা

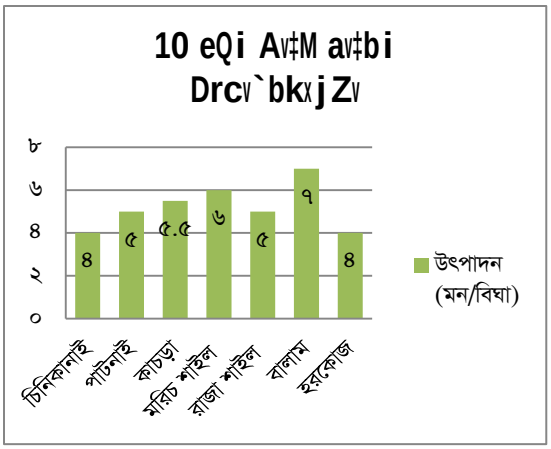

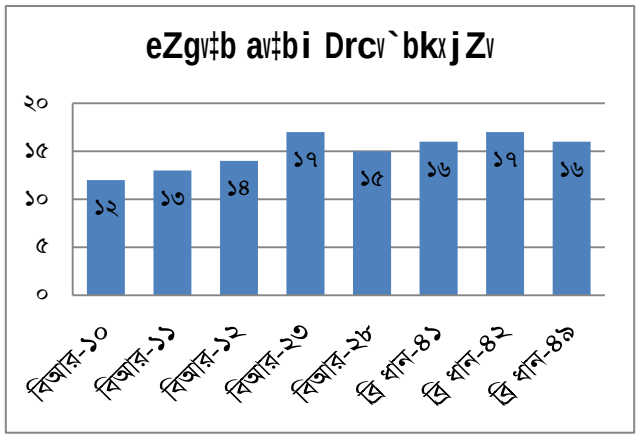

চিত্র ৩- গবেষনা এলাকায় ১০ বছর আগে ও বর্তমানে ফসলের উৎপাদন খরচ তুলনা

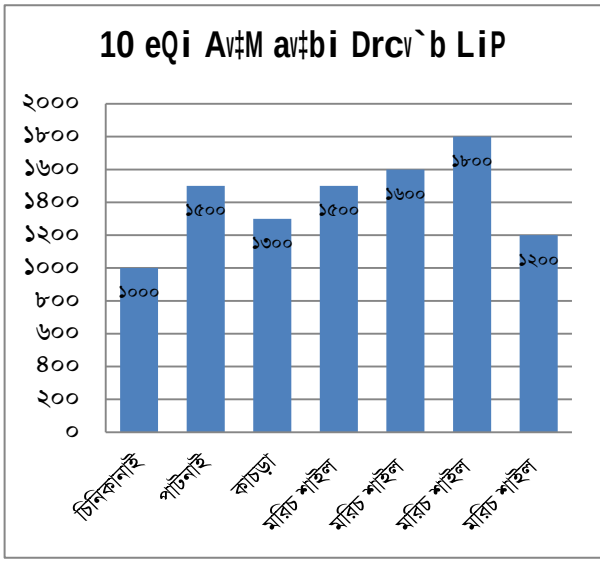

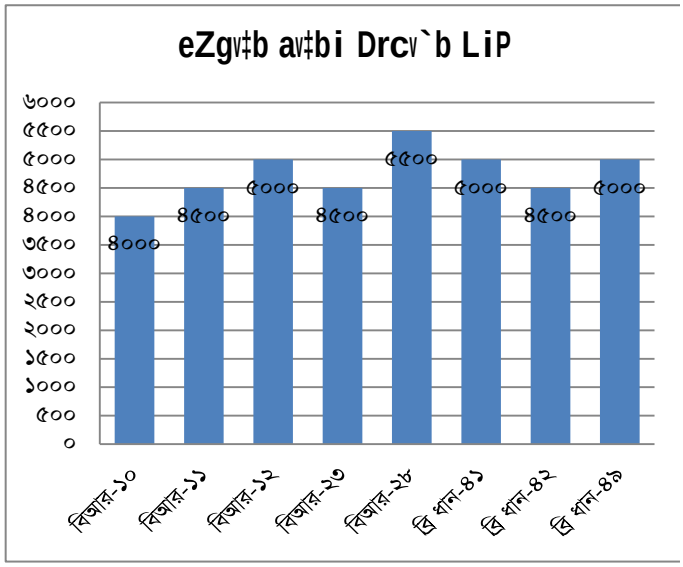

উৎস– মাঠ গবেষনা, জুলাই ২০১৩

`v‡Kv‡c jeYv³ gvwU‡Z mhgLx Pv‡l Kl‡Ki mdjZv

খুলনা জেলার দাকোপের আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকের অভাবের চাকা ঘুরাতে কামারখোলা ইউনিয়নের কৃষকরা এবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কৃষকরা তাদের অনাবাদি লবণাক্ত জমিতে রবি মৌসুমে তেলবীজ সূর্যমুখী চাষে কৃষক সফলতা পেয়েছেন। সরজমিন ঘুরে দেখা যায়, বিঘার পর বিঘা জমিতে হলুদ সবুজের বিশাল সমারোহ এ যেন দিগন্তকে ছুঁয়ে গেছে। দাকোপের কামারখোলা ইউনিয়নের দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকরা আইলার পর লবণ সহিষ্ণু তেলবীজ সূর্যমুখী চাষাবাদ করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে সক্ষম হয়েছেন। কামারখোলা ইউনিয়নের কৃষকরা বলেন- "আমরা আইলার পর থেকে লবণ মাটিতে কোনো প্রকার ফসল উৎপাদন করতে পারতাম না। তেলবীজ সূর্যমুখী চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছি। এ বীজ বাজারে বিক্রি করে অথবা বীজ থেকে তেল বের করে কিছুটা হলেও অভাব ঘুচাতে পারবো।" এবার কামারখোলার কৃষকরা বিঘা প্রতি ২-২.৫ মন করে সুর্যমুখীর ফলন পেয়েছেন এবং প্রতি মন ১৯০০- ২০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের উদ্যোগে কৃষি ও খাদ্য কর্মসূচির আওতায় রবি মৌসুমে ৬৭ জন কৃষক তাদের ৫০.৬৭ একর জমিতে সূর্যমুখী চাষ করে। ব্র্যাকের কৃষি কর্মকর্তা শেখ আজগর আলী জানান, আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের আধুনিক চাষাবাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সূর্যমুখী চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং কৃষক লবণাক্ত মাটিতে সূর্যমুখী চাষ করে সফলতা পেয়েছেন।

g‡bvqvi †eM‡gi cwikg mv_K n‡q‡Q

"সার্কেলে গিয়ে আমি আমার নাম ও ঠিকানা লিখতে শিখেছি, পরিবারে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ড় কে এখন মূল্য দেয়া হয়। আমি এখন আমার সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব করতে পারি। ফলে সংসারে অনেক বাড়তি খরচ বন্ধ হয়েছে। আমি আমার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সার্কেলের মাধ্যমে তাই আমরা যৌথভাবে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকি। ছেলে মেয়েরা যাতে সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে বিষয়ে আমি উৎসাহ প্রদান করি।" ছোট কালিনগর গ্রামের ৪২ বছর বয়সী মনোয়ারা বেগম কথাগুলো বলছিলেন।

উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কালিনগর গ্রামে হতদরিদ্র মানুষদেরকে নিয়ে রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করে। এখানে সার্কেলে অংশগ্রহণকারীগন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সার্কেলের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা সাক্ষরতা চর্চাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো হয় এবং অধিকার ভিত্তিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমি মাঝে মাঝে আনন্দ বোধ করি কারন আমি আগে লেখাপড়া করতে পারতাম না, হিসাব করতে পারতাম না। আমি এখন অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে পারি, বিভিন্ন অফিস আদালতে গিয়ে নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারি যা সার্কেল থেকে শিখেছি এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ড় গ্রহনে আমাকে সবাই মূল্যায়ন করছে। যা আমি কখনও ভাবিনি। আমি মনে করি আমাদের চিন্ড়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার ও সমাজের পরিবর্তন করতে পারব। আমি সার্কেলে সকলের পরামর্শে সূর্যমুখী চাষ শুর" করি। চিন্ড়া করি পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজে

কোন কিছু করা প্রয়োজন। শুর"তে ৬৬ শতক জমি এক বছর মেয়াদে লীজ নিয়ে ফসল তোলার পর জমির মালিককে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে এই চুক্তিতে কাজ শুর" করি। প্রথমে জমি পাওয়ার টিলার দিয়ে ভালভাবে চাষ করি এবং পরবর্তীতে বীজ বপন করি। ৫০০০ টাকা নিয়ে কাজ শুর" করলেও বর্তমানে প্রায় ৫৭০০ টাকা জমি চাষ, সার, ঔষধ ও সেচ বাবদ খরচ হয়ে গেছে। বর্তমানে সূর্যমুখীতে ফুল এসেছে। মনোয়ারা বেগমের ধারনা এবার ৬৬ শতক জমিতে প্রায় ১০ মণ সূর্যমুখীর বীজ পাওয়া যাবে এবং বাজারে প্রতি মণ সূর্যমুখীর বীজের দাম ১২০০টাকা সে হিসেবে প্রায় ১২০০০ টাকার বীজ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি তেল তৈরী করলে ১মণ সুর্যমুখী মেশিনে ভাঙ্গালে প্রায় ১৪–১৫ কেজি তেল পাওয়া যাবে। যার বাজার মূল্য প্রতি কেজি ১৩০ টাকা। মনোয়ারা বেগম হাসি মুখে বলে এবার আমি ১৪০ কেজি তেল তৈরী করতে পারব যার বাজার মূল্য ১৮২০০ টাকা। জমির মালিকের তিন ভাগের এক ভাগ ও যাবতীয় খরচ মিটিয়েও প্রায় ১২১৩৩ টাকা লাভ করতে পারবো। মনোয়ারা বেগম আশা করে বলেন এই টাকা দিয়ে আমি ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ করব সার্কেলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি করব এবং আগামীতে ৩বিঘা জমিতে সূর্যমুখী চাষ করব। সর্বোপরি আমার এ কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরনার জন্য আমি উলাসী সৃজনী সংঘ এবং একশন এইড বাংলাদেশের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

ZigR Drcv`‡b A½` gÛj

অঙ্গদ মন্ডল বয়স ৩৭ বছর। পেশায় একজন কৃষক। স্ত্রী সুভাষিনী মন্ডল এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সুখেই কাটছিল তাদের সংসার জীবন। কিন্তু গত ২০০৯ সালের ২৫শে মে আইলার সর্বনাশা ছোবলে জীবনে নেমে আসে ঘোর অমানিশা। ছোট ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসে পাশ্ববতী ওয়াপদা রাস্ড়ার উপর। সংসার চালানোর মত কোন উপায় না থাকায় হতাশ হয়ে পড়ে অঙ্গদ। কি ভাবে চলবে সংসার, সন্ড়ানদেরই বা কি হবে। উলাসী সৃজনী সংঘ একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামে ২০১২ সালের ফেব্র"য়ারী মাসে রিফ্লেক্ট সার্কেল স্থাপন করে। সুভাষিনী উক্ত রিফ্লেক্ট সার্কেলের একজন অংশগ্রহনকারী হিসাবে যোগ দেন। উলাসীর অনুপ্রেরনা ও স্ত্রীর পরামর্শক্রমে অঙ্গদ মন্ডল পুর"ষ কৃষক দলের সদস্যভুক্ত হয়।

এই অন্ড়র্ভুক্তি তার জীবনের গতি ফিরিয়ে আনে। সে উলাসী সৃজনী সংঘ কর্তৃক প্রদত্ত এ অঞ্চলে ফলনোপযোগী উন্নত জাতের তরমুজ চাষের প্রশিক্ষন গ্রহন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে সে কামারখোলা ইউনিয়নে কামারগোদা নদীর পাশে মিষ্টি পানি বেষ্টিত প্রায় ১২ কাঠা জমিতে উন্নত জাতের তরমুজ চাষ শুর" করে। বর্তমানে তরমুজের অবস্থা ভাল। অঙ্গদের মন্ডলের বক্তব্য "আমি প্রথমে ৪০০০ টাকা ধার-দেনা করে নিয়ে চাষাবাদ শুর" করি। ঔষধ, সার পানি ইত্যাদি বাবদ শেষ পর্যন্ড় প্রায় ৫৩০০ টাকা খরচ হয়। তার ধারনা ক্ষেত থেকে সে প্রায় ২০০ পিস পরিপক্ক তরমুজ বিক্রি করতে পারবে। যার বাজার মূল্য গড়ে ৮০০০ টাকা। সে হিসাবে তার নিট লাভের পরিমান ২৭০০ টাকা। তাছাড়া সে কিছু তরমুজ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের দিতে পেরেছে। তার ইচ্ছা আগামী বছর ভাগ চাষী হিসাবে আরো ৩ বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করবো।" অঙ্গদ এর তরমুজ চাষের সফলতা দেখে গ্রামের আরো অনেকে তার নিকট থেকে তরমুজ চাষের পরামর্শ নেয়ার জন্য আসছে আগামীতে নিজেদের এক ফসলী জমিগুলো পতিত না রেখে আমন চাষের পরে তরমুজ চাষ করবে। অঙ্গদ মন্ডল মনে করে পর্যায়ক্রমে তার এলাকার উৎসাহীদের সে তরমুজ চাষে পরামর্শ প্রদান করবে। কারণ বছরের এই সময় মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়। সর্বোপরি রিফ্লেক্ট সার্কেল তথা কৃষক দল গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, সাহস ও উৎসাহ যোগানোর জন্য অঙ্গদ মন্ডল উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানায়।

রেবতী রানীর ভার্মি কম্পোষ্ট

রেবতী রানী বয়স ২৫ বছর একজন গৃহিনী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, স্বামী সুকুমার ঘরামী একজন ভ্যানচালক। ১৬ বছর বয়সে রেবতী রানীর বিয়ে হয় শ্রবন প্রতিবন্ধী সুকুমার ঘরামীর সাথে। বিয়ের পর কয়েক বছর স্বামী শ্বশুরের সংসারে বেশ সুখেই কাটছিল তাদের সংসার জীবন। কিছু দিন যেতে না যেতেই রেবতী রানীর শ্বশুর তার সংসার থেকে আলাদা করে দেয়। প্রতিবন্ধী স্বামীকে নিয়ে রেবতী রানী সংসার চালাতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। স্বামী পরিশ্রম করতে পারেনা সারা দিন যা আয় করে তা দিয়ে সংসার চলেনা। সংসার চালানোর মত কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে রেবতীরানী হতাশ হয়ে পড়েন। কি ভাবে তার সংসার চলবে, সন্ড়ানদের নিয়ে আবার সেই সুখের মুখ দেখতে পাবেন। উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিফ্লেক্ট সার্কেল স্থাপন করে। রেবতী রানী উক্ত রিফ্লেক্ট সার্কেলের একজন অংশগ্রহন কারী

fwg K‡¤úvó ‰Zix‡Z e¨¯Í ¯vgxmn †ieZx ivYx

হিসাবে যোগদেন। সার্কেলে পড়া লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা. গরু মোটা তাজা করন. কাকড়া চাষ ও বসত বাড়ীতে

শাক সবজী চাষ এবং ভার্মি কম্পোষ্ট সহ বিভিন্ন প্রকল্পের আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা থেকে রেবতী রানীকে নতুন করে বাঁচতে শেখার স্পৃহা যাগায় এবং সে অনুযায়ী তিনি উলাসী সৃজনী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত ভার্মি কম্পোষ্ট প্রশিক্ষন গ্রহন করে প্রশিক্ষনের নিয়মকানুন অনুযায়ী ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরীর কাজ শুরু করে। বর্তমানে ভার্মি কম্পোস্টের অবস্থা ভার। রেবতী রানী বলেন আমার এ কাজে আমার স্বামী সর্বত সহযোগিতা করে। তাছাড়া ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরীতে প্রথমে ৪০০ টাকা দিয়ে ২৫০ গ্রাম কেঁচো ক্রয় করি। শুরুতে একটি রিংয়ের মধ্যে গোবর, পানি ও কলা গাছ ভালভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে ভালভাবে মিশিয়ে রিংয়ের মধ্যে দিয়ে কেঁচো ছড়িয়ে দেওয়ার পর রিংয়ের উপরে একটি চট ভিজিয়ে ভাল করে বেঁধে রেখেছি। ৪৩ দিন পর ২য় সাইকেলের জন্য পূর্বের মত খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছি। ১ম সাইকেল থেকে প্রায় ২০ কেজি জৈব সার পাবো বলে আশা করছি যার মূল্য কেজি প্রতি ১৫ টাকা। ২০ কেজি সারে ৩০০ টাকা বিক্রি করতে পারবো। বর্তমানে নতুন আরেকটি রিং স্থাপন করেছি। ১ম রিং এর থেকে ২য় রিংয়ে কেঁচো ভাগ করে দিয়েছি। আগামী ৪৩ দিন পর মোট ৪টি রিংয়ে ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী হবে। যা থেকে আমি প্রতি ৪৩ দিন পর পর ৮০ কেজি জৈব সার তৈরী করতে পারবো যার বাজার মূল্য ১২০০ টাকা। বর্তমানে ২৫০ গ্রাম কেঁচো থেকে প্রায় ১কেজি কেঁচো হয়েছে। ৪টি সাইকেল তৈরী করার পর আমি কেঁচো বিক্রি করতে পারবো। কেঁচো ও সার বিক্রি থেকে প্রতি মাসে আমি ২০০০ টাকা ায় করতে পারবো। এ সফলতায় একদিকে তার নিজের পরিবারের অভাব অনটন দুর হবে অন্যদিকে আর্থিক ভাবে লাভবান হবে। রেবতী রানীর ভার্মি কম্পোষ্টের ভাল উৎপাদন দেখে গ্রামের আরো অনেক নারীরা তার নিকট থেকে ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরীর পরামর্শ নেয়ার জন্য আসে। রেবতী রানী মনে করেন পর্যায়ক্রমে তার এলাকার সকল নারীদের ভার্মি কম্পোষ্ট সার তৈরীতে পরামর্শ প্রদান করবে যাতে তারাও আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারে। রেবতী রানীর এ সফলতা দেখে কামারখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বিকাশ রায় বলেন সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে সফলতা শতভাগ আসবে আর এ সফলতার নেপথ্যে রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমে উৎসাহ যোগানোর জন্য তিনি উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। সর্বোপরি, রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমে এই উৎসাহ যোগানোর জন্য সুভাষিনী মন্ডল উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

d‡ji nvwm‡Z djSwi

“সার্কেলে গিয়ে আমি আমার নাম ও ঠিকানা লিখতে শিখেছি, পরিবারে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ড় কে এখন মূল্য দেয়া হয়। আমি এখন আমার সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব করতে পারি। ফলে সংসারে অনেক বাড়তি খরচ বন্ধ হয়েছে। আমি আমার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সার্কেলের মাধ্যমে তাই আমরা যৌথভাবে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকি। ছেলে মেয়েরা যাতে সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে বিষয়ে আমি উৎসাহ প্রদান করি।” ছোট কালিনগর গ্রামের ৩২ বছর বয়সী ফুলঝুরি বেগম কথাগুলো বলছিলেন। উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কারিনগর গ্রামে হতদরিদ্র মানুষদেরকে নিয়ে রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করে। এখানে সার্কেলে অংশগ্রহণকারীগন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা

wb‡Ri mhgLx †ÿ‡Z djSwi †eMg

সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সার্কেলের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা সাক্ষরতা চর্চাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো হয় এবং অধিকার ভিত্তিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমি মাঝে মাঝে আনন্দ বোধ করি কারন আমি আগে লেখাপড়া করতে পারতাম না, হিসাব করতে পারতাম না। আমি এখন অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে পারি, বিভিন্ন অফিস আদালতে গিয়ে নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারি যা সার্কেল থেকে শিখেছি এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ড় গ্রহনে আমাকে সবাই মূল্যায়ন করছে। যা আমি কখনও ভাবিনি। আমি মনে করি আমাদের চিন্ড়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার ও সমাজের পরিবর্তন করতে পারব। আমি সার্কেলে সকলের পরামর্শে সূর্যমুখী চাষ শুর“ করি। চিন্ড়া করি পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজে কোন কিছু করা প্রয়োজন। শুর“তে ৯০ শতক জমি এক বছর মেয়াদে লীজ নিয়ে ফসল তোলার পর জমির মালিককে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে এই চুক্তিতে কাজ শুর“ করি। প্রথমে জমি পাওয়ার টিলার দিয়ে ভালভাবে চাষ করি এবং পরবর্তীতে বীজ বপন করি। ৫০০০ টাকা নিয়ে কাজ শুর“ করলেও বর্তমানে প্রায় ৫৫০০ টাকা জমি চাষ, সার, ঔষধ ও সেচ বাবদ খরচ হয়ে গেছে। বর্তমানে সূর্যমুখীতে ফুল এসেছে। ফুলঝুরির ধারনা এবার ৯০ শতক জমিতে প্রায় ১৬ মণ সূর্যমুখীর বীজ পাওয়া যাবে এবং বাজারে প্রতি মণ সূর্যমুখীর বীজের দাম ১২০০টাকা সে হিসেবে প্রায় ১৯২০০টাকার বীজ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি তেল তৈরী করলে ১মণ সুর্যমুখী মেশিনে ভাঙ্গালে প্রায় ১৪–১৫ কেজি তেল পাওয়া যাবে। যার বাজার মূল্য প্রতি কেজি ১৩০ টাকা। ফুলঝুরি হাসি মুখে বলে এবার আমি ২২৯কেজি তেল তৈরী করতে পারব যার বাজার মূল্য ২৯১২০ টাকা। জমির মালিকের তিন ভাগের এক ভাগ ও যাবতীয় খরচ মিটিয়েও প্রায় ১৩৯১৩ টাকা লাভ করতে পারবো। ফুলঝুরির আশা করে বলেন এই টাকা দিয়ে আমি ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ করব সার্কেলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি করব এবং আগামীতে ৫বিঘা জমিতে সূর্যমুখী চাষ করব। সর্বোপরি আমার এ কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরনার জন্য আমি উলাসী সৃজনী সংঘ এবং একশন এইড বাংলাদেশের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

weKí c×wZ‡Z meRx Pv‡l †gNbv wi‡d± mv‡K‡ji mdjZv

২৫শে মের আইলায় সর্বনাশা জলোচ্ছাসের মাধ্যমে এলাকাতে লবন পানি প্রবেশ করে । এলাকাবাসীর ফসলী

জমি ও বাড়ী ঘর তলিয়ে যায় । উক্ত এলাকার মানুষ দুই বছরের ও বেশী সময় ধরে পানি বন্দী থাকে। এলাকার কৃষি জমিতে দুই বছর ধরে লবন পানির জোয়ার ভাটার ফলে মাটি লবনাক্ততা অনেক গুন বেড়ে যায়। যখন ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত করা হয় এবং পানি নামতে থাকে তখন এলাকাবাসীর ধারনা এলাকার লবণযুক্ত মাটিতে আর কোন ফসল বা সবজী উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। এই লবনাক্ততার কথা মাথায় রেখে দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ইউনিয়নের ছোটকালিনগর গ্রামের মেঘনা রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যরা বিকল্প পদ্ধতিতে চাষাবাদের চিন্তা করে। তারা তাদের সার্কেলের পাশে ২০টি রিংয়ের মধ্যে মিষ্টি এলাকা অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী বটিয়াঘাটা উপজেলা থেকে মাটি এনে সেই মাটি দিয়ে মাদা তৈরী করে সেখানে লাউ,শসা ,ঝিংগা, শিম, চিচিংগা, পোল্লার বীজ বপন করে। বপনকৃত বীজ থেকে কয়েক দিনের মধ্যে সতেজ চারা বের হয় এবং চারা গাছগুলো দ্রুত বড় হয়ে যায়।। মেঘনা রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যারা এই সবজী গাছ গুলো থেকে যে সবজী পায় তা থেকে নিজেদের সবজীর চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে অনেক লাভবান হয়। সার্কেলের সদস্যদের মুখে হাসি কারণ তাদের শ্রম দিয়ে উৎপাদিত সবজী চাষে সফলতা এসেছে। তাদের ধারণা এখন থেকেই পরিকল্পনানুযাযী সারা বছর ধরে যাতে সকলের সবজীর চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে সার্কেলের সম্বনিত আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এছাড়াও তারা মনে করে এই পদ্ধতিতে খুব বেশী বড় পরিসরে চাষাবাদ করা সম্ভব না হলেও ক্ষুদ্র পরিসরে বসত বাড়িতে সবজী চাষ করে পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে মনে করে। তাদের দেখাদেখি গ্রামের অন্যান্যরাও সবজী চাষে আগ্রহী হবে বলে তাদের ধারনা।

meRx Pv‡l ¯§wZ ivbx

২৫শে মের আইলায় সর্বনাশা জলোচ্ছাসের মাধ্যমে এলাকাতে লবন পানি প্রবেশ করে । এলাকাবাসীর ফসলী জমি ও বাড়ী ঘর তলিয়ে যায় । এলাকাবাসীর ধারনা এলাকার লবণযুক্ত মাটিতে আর কোন ফসল বা সজী উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই ভ্রান্ত ধারনাকে উল্টে দিল দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ইউনিয়নের কালিনগর গ্রামের বনফুল রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্য স্মৃতি রানী। ৩ কাঠা জমিতে সে লাউ, কুমড়া, পারং শাক, লালশাক, বেগুন, ফুলকপি ও ওলকপির বীজ বপন করেছে। জমির চারপাশে বেড়াসহ সার, ঔষধ ও চাষাবাদ বাবদ খরচ হয়েছে ৯০০ টাকা। স্মৃতি রানী বলেন, সকল প্রকার

বীজের সহযোগিতা করেছে উলাসী সৃজনী সংঘ। বপনকৃত বীজে এখন সতেজ গাছ হয়েছে যা ফল ধরতে শুরু করেছে। স্মৃতি রানীর ধারনা ফলবান গাছগুলো থেকে যে সবজি পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে নিজেদেও সবজির চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে বাজারের দিন ৫০০-৬০০ টাকা সবজি বিক্রি করা যায়। সামৃতি রানী বলেন, এখন থেকেই পরিকল্পনানুযায়ী সারা বছর ধওে যাহাতে নিজেদেও পরিবারে সবজির চাহিদা মিটিয়ে বাজাওে বিক্রি করে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা যায় সেটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও সে মনে কওে আমার দেখাদেখি গ্রামের অন্যরাও সবজি চাষে আগ্রহী হবে। গ্রামের লোকজন আশ্বস্থ হয়েছে যে, একটু চেষ্টা করলে ভাল সবজি উৎপাদন করা যায়। সর্বোপরি স্মৃতি রানীর এ ধরনের কার্যক্রমে উদ্যোগী করার জন্য এলাকার সাধারন মানুষ থেকে জনপ্রতিনিধিসহ উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান।

mb` nv‡Z cviæj ivbx

“সার্কেলে গিয়ে আমি আমার নাম ও ঠিকানা লিখতে শিখেছি, পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ড়কে এখন মূল্য দেয়া হয়। আমি এখন আমার সংসারের আয় ব্যায়ের হিসাব করতে পারি। ফলে সংসারে অনেক বাড়তি খরচ বন্ধ হয়েছে। আমি আমার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সার্কেলের মাধ্যমে তাই আমরা যৌথভাবে আমাদের অধিকার আদাে য়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকি। ছেলে মেয়েরা যাতে সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে বিষয়ে আমি উৎসাহ প্রদান করি।” কালিনগর গ্রামের ৪৬ বছর বয়সী পারুল রানী কথাগুলো বলছিলেন। উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কালিনগর গ্রামে হতদরিদ্র

মানুষদেরকে নিয়ে রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করে। এখানে সার্কেলে অংশগ্রহণকারীগন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কামারখোলা ইউনিয়নের ৩টি গ্রামে ৮টি সার্কেলে জন অংশগ্রহণকারী রয়েছে। সার্কেলের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা সাক্ষরতা চর্চাসহ বিভিন্ন সাধারন বিষয়ে শেখানো হয় এবং অধিকার ভিত্তিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমি মাঝে মাঝে আনন্দ বোধ করি কারন আমি আগে লেখাপড়া করতে পারতাম না, হিসাব করতে পারতাম না। বর্তমানে আমি দর্জি কাজ করি,সবজি চাষ করি,কৃষি কাজ করি। অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করাতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উদ্যেগে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে **ÒRwqZv A‡šÍ‡b evsjv‡`kÓ** কার্যক্রমের আওতায় অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরীতে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা পুরষ্কার হিসেবে সার্টিফিকেট ও ক্রেষ্ট লাভ করি। আমি এখন অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে পারি, বিভিন্ন অফিস আদালতে গিয়ে নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারি যা সার্কেল থেকে শিখেছি এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে আমাকে সবাই মূল্যায়ন করছে। যা আমি কখনও ভাবিনি। আমি মনে করি আমাদের চিন্ড়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অধিকার আদায়ের মাধ্যমে আমরাই আমাদের সমাজের পরিবর্তন করতে পারব। ইতিমধ্যে সার্কেলের মাধ্যমে যে সকল অধিকার আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে আমি তাতে সক্রিয় অংশীদার। আমার বিশ্বাস এর মাধ্যমে আমরা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের ভীত গড়ে যেতে পারব। আর আমার এ সফলতার পেছনে উলাসী সৃজনী সংঘ এবং একশন এইড বাংলাদেশের নিকট কৃতজ্ঞ।

avb Drcv`‡b iRbxMÜv wi‡d± mv‡Kjt

দাকোপ উপজেলার সুতারখালী ইউনিয়নের শ্রীনগর গ্রামে উলাসী সৃজনী সংঘের পরিচালনায় একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় ৩৫ জন সদস্য নিয়ে একটি সার্কেল গঠিত হয়। নাম রজনীগন্ধ্যা রিফ্লেক্ট সার্কেল। উক্ত

সার্কেলের মাধ্যমে তারা পড়া লেখা করে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের চিন্ড়া করে।তন্মেধ্যে নারীদেও ন্যায্য মুজুরী, বাল্যবিবাহরোধ,ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড প্রাপ্তিতে সহযোগীতা, এবঙ এই চিন্ড়ার পাশাপাশি তারা আরো ভাবে সার্কেলকে টিকিয়ে রাখতে হলে বা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হলে আয় বৃদ্ধিমূলক কিছু কাজ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সার্কেলের সদস্যরা সার্কেলে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ড় নেয় সার্কেলকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হলে নিজেদের সঞ্চয়কৃত টাকা ব্যাংকে জমা না রেখে ঐ টাকা দিয়ে চলমান আমন ধান মৌসুমে জমি বন্ধক রেখে ধান চাষ করা যেতে পারে। সার্কেলের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী সার্কেল সদস্যরা ব্যাংক থেকে ২৫০০০/=পঁচিশ হাজার টাকা উত্তোলন করে ১ বিঘা জমি বন্ধক রাখে।সদস্যরা বলেন পৌষমাসে ধান উঠলে এবং ধান বিক্রি করে সার্কেলে ভাল লাভ হবে । সার্কেলের ১ বিঘা জমিতে ধান লাগাতে চাষাবাদ,সার ও ঔষধ বাবদ ১৬০০/= একহাজার ছয়শত টাকা খরচ হয়।পৌষ মাসে ধান কর্তনের পর সার্কেল ১৬ মন ধান

পেয়েছে যার বর্তমান বাজারমূল্য ১২৮০০/= বার হাজার আটশত টাকা। সার্কেলের সদস্যরা বলেন একতাবদ্ধ থাকলে এবং সঠিক পরিকল্পনা নিলে সফলতা আসবে। সার্কেল সদস্যদের মুখে হাসি সকলে মিলে সাংগঠনিক ভাবে কাজ করে তাদের সার্কেল আজ সাবলম্বী হয়েছে। তারা সকলে মনে করেন উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশের সার্বিক সহযোগীতা ও পরামর্শ না পেলে আজ আমরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারতাম না। এজন্য আমরা উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশের কাছে চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

KwgDwbwU chv‡q Lv`¨ msiÿbvMvi ˆZix cwZ‡e`bt

দুর্যোগ এবং জলবায়ুর ঝুকি হতে উপকূলীয় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা রক্ষা করা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্যোগের বা জলবায়ুর ঝুকি হতে এই জনপদকে রক্ষার জন্য কৃষিতে সর্বস্তরের মানুষের স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন পাশাপাশি কৃষিকে টেকসই করতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঝুকি নিরসনে দক্ষ করা। এর পাশাপাশি উলাসী সৃজনী সংঘ মনে করে যুগ যুগ ধরে বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় এলাকার মানুষ কৃষি সেবা থেকে বঞ্চিত। কৃষি ফসলের একমাত্র উৎস হিসেবে শ্রাবন ভাদ্র মাসের আমন উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন ফসলের কথা ভাবতে পারে না। ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলেও সংরক্ষনাগারের ভাল কোন ব্যবস্থা না থাকাতে দরিদ্র কৃষকেরা পানির দামেই তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তারই ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) বাস্তবায়নে রিফ্লেক্ট সার্কেলের হাতে নেওয়া আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চলতি আমন মৌসুমে কৃষি জমি বন্ধক নেওয়াতে উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে যাহাতে তাদের জীবন জীবিকা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে কৃষি ফসল সংরক্ষন করে পরবর্তীতে বেশী মূল্যে বিক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মানের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়।

Lv`¨ msiÿbvMvi wbgv‡bi eZgvb Ae¯'vt খাদ্য সংরক্ষনাগারটি ভদ্রা রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্য করুনা জোয়ার্দারের বাড়ীতে সার্কেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বসানো হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষনাগারটির ধারন ক্ষমতা প্রায় ৭০/৭৫ মণ। খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মান কাজ (গোলা ঘর) সম্পন্ন হয়েছে।

wgbZxi N‡i m‡Li †Qvqv

”আইলার পর প্রথমদিকে আমরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে রিলিফ পাই। কিন্তু কিছুদিন পরে একশন এইড এর ইএফএসএল প্রকল্প থেকে ধান ও সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও অর্থ প্রদান করার পর এলাকার মোটামুটি সবাই

চাষাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা বর্তমানে এধারা অব্যাহত আছে। প্রথমদিকে জমিতে বালির পরিমান বেশী থাকায় ধান ভালো হয়নি। কিন্তু আমাদের এলাকার কৃষকরা জমি থেকে বালি কেটে নিয়ে ধান রোপন করে বিঘা প্রতি ১০ থেকে ১৪ মণ ধান পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের এলাকার বলতে গেলে সবাই কৃষিকাজের সহিত পুরোদমে যুক্ত হয়েছে। কারন কামারখোলার মধ্যে নোনা পানি ঢোকানো একদম বন্ধ। যত দিন যাচ্ছে তত সবাই কৃষিকাজের দিকে মন দিচ্ছে। কইতে ভালো লাগছে যে, আমরা সবাই যদি এ ধারাটা ধরে রাখতে পারি তাহলে কম-বেশী সবাই ভালো অবস্থায় ফিরে যেতে পারব; তার জন্য বেশী দিন লাগবে না। বর্তমানে আমাদের কামারখোলা ও কালিনগরের মানুষের অবস্থা আগের তুলনায় অনেকটা ভাল। আমার মনে হয় আগামী বছরে অনেকেই সবজি ও ধান চাষের পরপরই সূর্যমুখী ও তিল চাষ শুরু করবে।" উপরোক্ত কথাগুলো বলছিলেন কামারখোলা ইউনিয়নের কালিনগর গ্রামের বাসিন্দা মিনতী রায়।

তিনি পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "আমি মিনতী রায়। আমার বয়স ৪২ বছর। আমি দাকোপ উপজেলার ৬ নং কামারখোলা ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের কালিনগর গ্রামের বাসিন্দা। আমার স্বামীর নাম সরোজিৎ রায়, বয়স ৫৬ বছর। আমাদের একটি মাত্র ছেলে, বয়স ২১ বছর। বর্তমানে সে বিএল (বিশ্ববিঃ) কলেজে অনার্স পড়ে। আমি গৃহিণী এবং আমার স্বামী দিনমজুর। আমি গৃহিণী হলেও সংসারে বাড়তি আয়ের জন্য বর্তমানে আয়বর্ধনমূলক কাজের সহিত জড়িত। ২৫ শে মে ২০০৯ সালে আইলার তান্ডবে বিধ্বঃস্থ/সহায় সম্বলহীন হয়ে কামারখোলা বেড়ীবাঁধের উপর আশ্রয় নিয়ে আমার মত অনেকের সহিত কোনমতে জীবন ধারণ করি। এরপর ২০১১ সালে একশনএইড ও ইউএসএস এর পথপরিক্রমায় আমরা কজনা মিলে বনফুল রিফ্লেক্ট সার্কেল বানাই এবং আমি উক্ত সার্কেলের একজন সদস্য হই। এখান থেকে আমি অনেকের সাথে বিভিন্ন প্রশিক্ষন যেমনঃ বসত ভিটায় সবজি চাষ, দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, ইত্যাদি পাই। বর্তমানে আমি কামারখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য। গেল বছর বাড়ীর সামনে বর্ষা মৌসুমের শুরুর দিকে ২ কাঠা জমিতে সবজি চাষ করে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা পেয়েছিলাম। এ বছর ইউএসএস থেকে সবজি বীজের সহায়তা পেয়ে আমার বাড়ীর আঙিনায় ৪ কাঠা জমিতে পালং শাক, লাল শাক, মূলা, কুমড়া, ওলকপি, ফুলকপি এবং নিজে বীজ কিনে আলু, বেগুন ইত্যাদি লাগিয়েছি। যা থেকে আমি প্রতি সপ্তাহে ৬০০ থেকে ১,০০০ টাকার সবজি বিক্রি করে সংসারের খরচ মিটিয়ে আমার ছেলের পড়াশোনার খরচ ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। শুধু আমি নই, আমার মত এখন অনেকেই বসত ভিটায় সবজি চাষ করে সংসার চালাচ্ছে। এখন প্রতি বাড়ীতেই কিছু না কিছু সবজির গাছ আছে। আসলে, আইলা আমাদের সবকিছু কেড়ে নিলেও আমরা মনোবল হারায়নি। আমাদের সার্কেলের মধ্যে এবং সার্কেলের বাইরে সবাই আবার নতুন করে চাষাবাদ, বিশেষ করে ধান ও সবজি চাষ শুরু করেছে।"

উপরোক্ত মন্তব্যের সংগে একমত পোষণ করেন, ইন্দ্রজিৎ রায়, বয়স ৪৯ বছর, পিতা- মৃঃ হরেন্দ্রনাথ রায়, গ্রামঃ কালিনগর, ইউনিয়নঃ কামারখোলা। তার পরিবারের লোকসংখ্যা মোট ৮ জন। তিনি গোলাপ কৃষক দলের একজন সদস্য। তিনি একমত পোষণ করে বলেন যে, একমাত্র কৃষিকাজই পারে এ এলাকার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে। সেলক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি ৪বিঘা জমিতে ধান ও সবজি লাগিয়েছি এবং আশা করছি এ বছর সবার মত আমিও ভাল ফলন পাবো।

উপরোক্ত মন্তব্যের সংগে আরো একমত পোষণ করে সুতারখালী ইউনিয়নের কালাবগী গ্রামের অশোক বাওয়ালী (৪০) বলেন যে, এখন চিংড়ি চাষ বন্ধ হওয়াতে চাষের কলেবর বেড়েছে। এটা আমাদের এলাকার জন্য খুশীর খবর। আমরা চাই এ ধারা অব্যাহত থাকুক। এতে সবাই বাঁচবে।

একই সুরে কথাগুলো বলেছেন সুতারখালী ইউনিয়নের সুতারখালী গ্রামের বাসিন্দা চিত্রা মন্ডল (৩০), স্বামী- প্রশান্ত মন্ডল একজন কৃষক। তিনি বলেন যে, কৃষিকাজে সংসারে উন্নতি হয়। তার প্রমাণ আমি নিজেই। আমরা ধান চাষের পাশাপাশি আমি বাড়ীতে আরো অনেকের এ্র সবজি কজি করেছি। আমি মনে করি আইলা পরবর্তী সরকারী ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার সরাসরি পদক্ষেপের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা এর জন্য ৩২ নং পোল্ডারবাসী কৃতজ্ঞ।

avb Drcv`‡bi Rb¨ ebdj wi‡d± mv‡Kj KZK cvIqvi wÆjvi µq

সবিতা রাণী সরকার বয়স- ৩৬ বছর স্বামী পঙ্কজ সরকার গ্রাম- কালিনগর, ইউনিয়ন- কামারখোলা, উপজেলা- দাকোপ, খুলনা। দুই মেয়ে ও স্বামী স্ত্রী মিলে ৪ জনের সংসার।

সবিতা রানী একজন গৃহিনী। স্বামীর ৫কাঠা বসত ভিটা ছাড়া চাষাবাদের কোন জমি নাই। স্বামীকে অন্যের বাড়ীতে শ্রম বিক্রি করে অতি কষ্টে সংসার চালাতে হয়। সবিতা রানীও অন্যের ক্ষেতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কালিনগর গ্রামে হতদরিদ্র

মানুষদেরকে নিয়ে পদ্মা রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করে। সবিতা রাণী পদ্মা রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যদের মতামতের মাধ্যমে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পায়। তার নেতৃত্বে উক্ত সার্কেলের মাধ্যমে তারা পড়া লেখা করে। সার্কেলে দুই বছর যাবৎ শ্রম দিয়ে এবং গুর"ত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করার পর কামারখোলা ইউনিয়নে ৮টি রিফ্লেক্ট সার্কেল মিলে একটি লোককেন্দ্র গঠিত হয় যার নাম করন হয় সংগ্রামী লোককেন্দ্র। সবিতা রানী সকল সার্কেলের সদস্যদের মতামতের মাধ্যমে সংগ্রামী লোককেন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়াতে লোককেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের চিন্ড়া করে। তন্মেধ্যে নারী দের ন্যায্য মজুরী ,শিশুবিবাহ রোধ , ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ড প্রাপ্তিতে সহযোগিতা, সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকাতে নিয়মিত কৃষি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়মিত এলাকাতে না থাকাতে কৃষিমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, শক্ত উঁচু মজবুত বেড়ি বাঁধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, শিশু ও প্রতিবন্ধী বান্ধব সাইক্লোন সেল্টার নির্মান ও সংস্কারের জন্য স্মারকলিপি প্রদান, নারী কৃষকের স্বীকৃতিতে মানববন্ধন ও র‍্যালী, বিধ্বস্থ বেড়িবাঁধ ও স্ইস গেটগুলো সদস্যদের নিয়ে পর্যবেক্ষন, ডিপিকো-৬ ও ৭ প্রকল্পে পুকুর কন্টাক্ট এর মাধ্যমে সার্কেলের সদস্যদের সম্পৃক্তকরন, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সদস্যদের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরন, সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন, রাস্ড়া সংস্কার, জমি জলা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহনমূলক সাংবাদিক সম্মেলন করা, ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন করা, ২৫শে মে আইলা দিবস উদযাপন করা, শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরন, ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত বাজেটের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন, সার্কেলের মাধ্যমে জলাশয় লীজ নেওয়া, এলাকার সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা, অধিকার রক্ষা কমিটি গঠন, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখা, নবান্ন উৎসব উদযাপন করা, ট্যাক্স পাওয়ার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহন করা, এ্যাকশন পয়েন্ট হাতে নেওয়ার পাশাপাশি সবিতা রানী সকল সার্কেলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভাবে সার্কেলকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং এলাকাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হলে আয়বৃদ্ধিমূলক কিছু কাজ করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সার্কেলের সদস্যদের ও লোককেন্দ্র ফোরামের সদস্যদের সাথে বসে আলেচনা করে সিদ্ধান্ড় নেয় সার্কেল পর্যায়ে জমি বন্ধক নেওয়া, বর্ষাকালীন আমন ধানের চাষ করা, কামারগোদা নদীর পাশে গরমের সময় লবন সহিষ্ণু জাতের বি-আর ৪৭ জাতের ধান চাষ করা, সুর্যমুখীর চাষ করা, চলমান বর্ষা মৌসুমে এলাকার কৃষি জমি চাষের জন্য ২টি সার্কেলের মাধ্যমে পাওয়ার টিলার ক্রয় করে জমি চাষ, ধান মাড়াই, ও রবি শস্য চাষাবাদের কাজে লাগিয়ে সার্কেলের সঞ্চয় বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সবিতা রানী বলেন, "আমি এখন অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে পারি, বিভিন্ন অফিস আদালতে গিয়ে নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারি যা সার্কেল থেকে শিখেছি এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ড় গ্রহনে আমাকে সবাই মূল্যায়ন করছে। যা আমি কখনও ভাবিনি। আমি মনে করি আমাদের চিন্ড়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অধিকার আদায়ের মাধ্যমে আমরাই আমাদের সমাজের পরিবর্তন করতে পারব। ইতিমধ্যে সার্কেলের ও লোককেন্দ্রের মাধ্যমে যে সকল অধিকার আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে আমি তাতে সক্রিয় অংশীদার। আমার বিশ্বাস এর মাধ্যমে আমরা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের ভীত গড়ে যেতে পারব। আর আমার এ সফলতার পেছনে উলাসী সৃজনী সংঘ এবং একশন এইড বাংলাদেশের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

KwgDwbwU chv‡q bvmvix ¯vcbt

দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নে উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) ২০০৯ সালের ২রা মে থেকে ক্লাইমেট প্রকল্পের আওতায় সমাজের পিছিয়ে পড়া হত দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় উলাসী সৃজনী সংঘ একশন এইড বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় সমাজের নির্যাতিত অধিকার বঞ্চিত মানুসের অধিকার আদায়, ক্ষমতায়ন, জীবন জীবিকা এবং পরিবেশের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লাইমেট প্রকল্পের আওতায় দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের দুর্যোগ, পরিবেশ, মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এলাকাটি দুর্যোগ প্রবন হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময়ে মানুষ নিজের যানমালের নিরাপত্তা বিধান ও পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে অবস্থান করে। যা এলাকার মানুষের উন্নয়নের একটি বিরাট অন্তরায়। তাই কর্মএলাকার মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ও দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বেশী বেশী করে গাছ লাগানোসহ কমিউনিটি পর্যায়ে নার্সারী স্থাপনের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়। কামারখোলা ইউনিয়নের শ্রীনগর ও সুতারখালী ইউনিয়নের নলিয়ানে ২টি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে চারা রোপন করাসহ পরিচর্যার কাজ অব্যাহত আছে। নার্সারী ২টি ৪ কাঠা জায়গা নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। নার্সারী ২টিতে চারা উৎপাদনের ফলে নার্সারী সংলগ্ন রিফ্লেক্ট সার্কেল ও শিশুবিকাশ কেন্দ্রসমূহ বাজার মূল্য ছাড়া কম মূল্যে ক্রয় করতে পারবে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে নার্সারী থেকে গাছের চারা পেলে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং বেশী বেশী গাছ লাগানোর প্রতি এলাকার মানুষের মনোভাব তৈরী হবে।

mv‡Kj m`m¨ †`ex ivbx wW‡gi e¨emvq mdj

“সার্কেলে গিয়ে আমি আমার নাম ও ঠিকানা লিখতে শিখেছি, পরিবারে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ড় কে এখন মূল্য দেয়া হয়। আমি এখন আমার সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব করতে পারি। ফলে সংসারে অনেক বাড়তি খরচ বন্ধ হয়েছে। আমি আমার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সার্কেলের মাধ্যমে তাই আমরা যৌথভাবে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকি। ছেলে মেয়েরা যাতে সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে বিষয়ে আমি উৎসাহ প্রদান করি।” কামারখোলা গ্রামের ৩৪ বছর বয়সী দেবী মন্ডল কথাগুলো বলছিলেন। উলাসী সৃজনী সংঘ (ইউএসএস) একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কামারখোলা গ্রামে হতদরিদ্র মানুষদেরকে নিয়ে রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করে। এখানে সার্কেলে অংশগ্রহণকারীগন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সার্কেলের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা সাক্ষরতা চর্চাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো হয় এবং অধিকার ভিত্তিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমি মাঝে মাঝে আনন্দ বোধ করি কারন আমি আগে লেখাপড়া করতে পারতাম না, হিসাব করতে পারতাম না। আমি এখন অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে পারি, বিভিন্ন অফিস আদালতে গিয়ে

নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারি যা সার্কেল থেকে শিখেছি এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ড়গ্রহনে আমাকে সবাই মূল্যায়ন করছে। যা আমি কখনও ভাবিনি। আমি মনে করি আমাদের চিন্ড়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার ও সমাজের পরিবর্তন করতে পারব। আমি সার্কেলে সকলের পরামর্শে ডিমের ব্যবসা শুর" করি। চিন্ড়া করি পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজে কোন কিছু করা প্রয়োজন। শুর"তে ১৫০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুর" করি। বর্তমানে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রায় ১০০০ থেকে ১৫০০ ডিম এলাকা থেকে কেনার পর পাইকারী বিক্রি করে দেই। সপ্তাহে প্রায় ৭৫০ টাকা লাভ হয়। মাসে প্রায় ৩০০০টাকা আয় হয়। ডিমের ব্যবসার একটা অংশ সংসার ও ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার কাজে খরচ করি অন্যটা সার্কেলে নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় হিসেবে জমা করি। আমার এ কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরনার জন্য আমি উলাসী সৃজনী সংঘ এবং একশন এইড বাংলাদেশের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

mv‡K‡ji gva¨‡g Avqe×gjK KgKv‡Û KweZvi Rxe‡bi cwieZb N‡U‡Q

কবিতা রাণী একজন গৃহিনী, দুই ছেলে, স্বামী বিভাষ মন্ডল একজন দিনমজুর। ২০০৯ সালে ২৫ শে মে আইলা নামক জলোচ্ছাসে অত্র এলাকা প্লাবিত হওয়ায় কবিতা রাণী সর্বস্ব হারিয়ে স্বামী ও সন্ড়ানদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী

ওয়াপদা রাস্ড়ায় আশ্রয় নেয়। এলাকায় বসবাসকারী মানুষগুলো জোয়ার ভাটার পানির সাথে যুদ্ধ করে জীবন জাপন করতে থাকে। কবিতা রাণীর স্বামীর ভিটা বাড়ীতে মোট ১০ কাঠার মত জমি ছিল, তার উপরে এক সময় সেখানে একটা অংশে শাকসবজী ও একটা অংশে মাছ চাষ করতো । স্বামীর দিনমজুরের আয় ও শাকসবজীর আয় থেকে তার সংসারের খরচ চলত। কিন্ড় আইলা নামক সর্বনাশা জলোচ্ছাস হওয়ার পর থেকে কবিতা রাণী হতাশ হয়ে পড়ে। কি ভাবে তার সংসার চলবে, কিভাবে স্বামী সন্ড়ান নিয়ে আবার সেই সুখের মুখ দেখতে পাবেন। এমনি সময়ে উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামে ২০০৯ সালের ২০ শে জুলাই তারিখে রিফ্লেক্ট সার্কেল স্থাপন করে, কবিতা রাণী উক্ত রিফ্লেক্ট সার্কেলের একজন অংশগ্রহন কারী হিসাবে যোগ দেন। সার্কেলে পড়া লেখার পাশা পাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা. গর" মোটা তাজা করন. পোল্ট্রী চাষ, কাকড়া চাষ ও বসত বাড়ীতে শাক সবজী চাষ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা থেকে কবিতা রাণীকে নতুন করে বাঁচতে শেখার স্পৃহা যাগায় এবং সে অনুযায়ী তিনি নিজের বসত বাড়ীতে পোল্ট্রী চাষ শুর" করে এবং পোল্ট্রী চাষে সফলতা পায়। কবিতা রাণীর ভাষায় " প্রথমে আমি ২৫ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া করে গোলপাতার ছাউনি দিয়ে একটি ঘর তৈরী করি। ঘর করতে প্রায় ১২,২০০ টাকা খরচ হয়। এরপর উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে এসে পোল্ট্রি চাষের উপর প্রাথমিক ধারনা নিয়ে প্রথমে ২০০ পিচ পোল্ট্রীর বাচ্চা তুলি। কবিতা রানী বলেন, ২০০ পিচ বাচ্চা ক্রয়, খাবার এবং ঔষধ সহ খরচ প্রায় ৩৬,৪০০ টাকা লাগে। ৪৫ দিনের মধ্যে বাচ্চাগুলো বিক্রি উপযোগি হয়। বর্তমানে প্রতি কেজি পোল্ট্রী ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ৪৫ দিন পর ২০০ পিচ পোল্ট্রী থেকে প্রায় ৩০০ কেজি হবে যার বিক্রি মূল্য হবে ৪২০০০ হাজার টাকা। কবিতা রানী আরোও বলেন প্রতি মাসে ২ট্রিপ বছরে ২৪ ট্রিপ বাচ্চা উঠানো যায়। সর্বোপরি কবিতা রানী বলেন ঘর তৈরী, বাচ্চা ক্রয়, খাবার এবং ঔষধ ক্রয় ও যাতয়াত বাবদ মোট ৪৮৬০০ টাকা খরচ হয় এবং বাচ্চা বিক্রি হয়েছে প্রায় ৪২০০০ টাকা। ৬৬০০ টাকা ১ম ট্রিপে ঘাটতি থাকলেও ২য় ট্রিপে ৩০০পিচ বাচ্চা থেকে সকল খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ২৬৬০০ টাকা লাভ হয়েছে।" এ সফলতায় একদিকে তার নিজের পরিবারের মাংসের চাহিদা পুর"ন হচ্ছে এবং বাকী বাজারে বিক্রয় করে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে। কবিতা রাণীর পোল্ট্রী চাষের ভাল উৎপাদন দেখে

গ্রামের আরো অনেক নারীরা তার নিকট থেকে পোল্ট্রী চাষের জন্য পরামর্শ নেয়ার জন্য আসে। কবিতা রাণী মনে করেন পর্যায়ক্রমে এলাকার সকল নারীরা পোল্ট্রী চাষে উদ্বুদ্ধ হলে অর্থনৈতিক ভাবে লাভ বান হবে। রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমে এই উৎসাহ যোগানোর জন্য মনোয়ারা বেগম উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানায়।

cjK gÛj GKRb mdj KvKov Pvlx

পুলক মন্ডল বয়স ২৯ বছর, পেষায় একজন দিনমজুর, পিতা - মৃত নীলকান্ড় মন্ডল, গ্রাম-সুতারখালী, দাকোপ-

খুলনা।২০০৯ সালের ২৫ শে মে আইলা নামক জলোচ্ছাসে অত্র এলাকা প্লাবিত হওয়ায় পুলক মন্ডল সর্বস্ব হারিয়ে নিস্ব হয়ে যায়।এলাকার বসবাসকারী মানুষগুলো জোয়ার ভাটার পানির সাথে যুদ্ধ করে জীবস যাপন করতে থাকে। পুলক মন্ডলের বাবর ভিটা বাড়সিহ মোট ৪ বিঘার মত জমি ছিল, তার উপরে এক সময় সেখানে একটা অংশে শাকসব্জী ও একটা অংশে মাছ চাষ করতো। কৃষিকাজ করে তার সংসারের খরচ চলত। কিন্তু আইলা নামক সর্বনাশা জলোচ্ছাস হওয়ার পর থেকে পুলক মন্ডল হতাশ হয়ে পড়েন। কিভাবে তার সংসার চলবে, কিভাবে বাবা মাকে নিয়ে আবার সেই সুখের মুখ দেখতে পাবেন। বর্তমান দিন মজুরের কাজ করে সংসার চলে। পুলক মন্ডলের বাড়ীর পাশে রিফ্লেক্ট সার্কেল ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে। রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমে পুলক মন্ডল জানতে পারেন উরাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় বিকল্প কর্মসংস্থানে পেশাজীবি দলের কাঁকড়া চাষ প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষনের জন্য পুলক মন্ডল আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। প্রশিক্ষন শেষে বাড়ীতে ফিরে প্রশিক্ষনের শিখন অনুযায়ী তিনি কাঁকড়া চাষ প্রশিক্ষনের নিয়মকানুন মেনে বসত বাড়ীর পার্শ্ববর্তী প্রায় ৫ কাঠা জায়গার উপর কঁকড়া চাষ শুর" করেন। কঁকড়া চাষ শুর" করতে প্রাথমিক ভাবে প্রায় ৬০০০/= ছয় হাজার টাকা খরচ হয়। প্রশিক্ষনের নিয়ম কানুন অনুযায়ী সে পুকুরের চার পাশে বাঁশের খাচাসহ নেটজাল দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা করে।পাশাপাশি ছোট পিচ কাঁকড়া ক্রয় করে পুকুরে ছাড়ে।বর্তমানে সে কাঁকড়া মোটাতাজাকরনের কাজটি করছে।কাঁকড়া চাষ প্রশিক্ষন পুলক মন্ডলকে নতুন করে বাঁচতে শেখার স্পৃহা যাগায়।ইতিমধ্যে অল্পসংখ্যক কাঁকড়া ধরে বিক্রি করছে ।বিক্রিকৃত কাঁকড়া থেকে প্রায় ১২০০ টাকার কাঁকড়া বিক্রি করে পুনরায় ঐ টাকা দিয়ে কাঁকড়া ছাড়ার ব্যবস্থা করছে।পুলক মন্ডল আশা করছে পুকুরে যে পরিমান কাঁকড়া আছে তা থেকে প্রায় ১৮০০০/=আঠার হাজার টাকার বেশী কাঁকড়া বিক্রি করা যাবে।সফলতার একদিকে তার নিজের পরিবারের দৈনন্দিন খরচের চাহিদা মিটছে পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।পুলক মন্ডলের কাঁকড়া চাষ এর ভাল উৎপাদন দেখে গ্রামের আরো অনেকেই তার নিকট থেকে কাঁকড়া চাষের জন্য পরামর্শ নেয়ার জন্য আসে।পুলক মন্ডল মনে করেন পর্যায়ক্রমে তার এলাকায় যে সকল বেকার নারী পুর"ষ আছে বিশেষ করে বছরের কিছু সময় শুধুমাত্র দৈনিক দিনমজুর হিসেবে কাজ করে সে সকল নারী পুর"ষের কাঁকড়া চাষের উপর পরামর্শ প্রদান করবে।পুলক মন্ডল আশাবাদী এলাকায় কাঁকড়া চাষে বিপ্লব ঘটবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে। রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমেএই উৎসাহ যোগানোর জন্য পুলক মন্ডল উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানায়।

cwbi Zòv wgU‡jv bwjqvb Mv‡g

আমরা গ্রামবাসী এখন ভাল আছি।এখন আমাদের গ্রামে আর সুপেয় পানির সমস্যা নাই। পানির জন্য আর কোন চিন্ড়া করতে হয় না পুকুর সংস্কার ও

পিএসএফ স্থাপন করে সুপেয় পানি রান্নাসহ সকল কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের সার্কেলের ও এলাকার সবাই ভাল আছি এবং পানি বাহিত যে সব রোগ হত তাহা থেকে আমরা মুক্ত আছি কথাগুলি বলেছে নলিয়ান গ্রামের সুন্দরবন ও শিবসা সার্কেলের সদস্য বৃন্দ।

খুলনা জেলার অন্তর্গত দাকোপ উপজেলায় দুইটি ইউনিয়ন সুতারখালী ও কামারখোলায় গত ২৫শে মে ২০০৯ সালে আয়লা এলাকাটি জলোচ্ছাসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি সাধিত হয়। তারমধ্যে মিঠাপানির পরিবর্তে লবন পানির অনুপ্রবেশ অন্যতম। লবন পানির অনু প্রবেশের ফলে এলাকার জন সাধানর নিরাপদ পানির অভাবে জীবন যাপন প্রায় দূর্বীষহ হয়ে পড়ে। কবির ভাষায় বলা যায় মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর এভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাচিবার চাই। কবির এই আকুতি থেকেই সুস্পস্ট যে এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্খা কত প্রকব। কিন্তু সুন্দর এই পৃথিবীতে মানুষের সুস্থ্য ভাবে বেঁচে থাকাই আজ দায় হয়ে দাড়িয়েছে। নানা বিধ ও দুষন প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে ঘুর্নিঝড় আয়লা দূর্গত মানুষের জন্য এমনি একটি আলোচিত ও ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে পানি দূষন যা মানব জীবনের উজ্জল প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে সদা তৎপর। পানির অপর নাম জীবন কিন্তু আইলা দূর্গত মানুষের জন্য এই বাক্যটি সম্পুর্ন ভিন্ন। তাদের কাছে পানির অপর নাম জীবন না হয়ে মরন হয়ে দাড়িয়েছে। অনেকের পানি বাহিত রোগে আক্রান্ড় হয়ে পড়ে। উলাসী সৃজনী সংঘ একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় উক্ত নলিয়ান গ্রামে ১লা নভেম্ব ২০০৯ সালে ২টি রিফ্লেক্ট সার্কেল স্থাপন করে। সার্কেলেন মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে। গ্রামে সবচেয়ে সমস্যা সুপেয় পানির কথা চিন্ড়া করে উক্ত সার্কেল ২টি এ্যাকশন পয়েন্ট হিসাবে সুপেয় পানি প্রাপ্তির কাজ হাতে নেয়। সার্কেলে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বিধু নারায়ন সরদার এর নিকট যায় এবং তাদের এলাকার সমস্যার কথা উপ-স্থাপন করেন । তাদের সংঘবদ্ধ দেখে চেয়ারম্যান জনাব বিধু নারায়ন সরদার তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এবং তাদের সুপেয় পানি প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা দেয়। সার্কেলের সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর সহিত যোগাযোগ করে পুকুরের পানি সেচের মাধ্যমে এবং জনসাস্থ্য প্রকৌশলের মাধ্যমে পি এস এফ স্থাপন করে নেয়। পুকুরের পানি এখন খাবারে উপযোগী হওয়ায় এলাকার লোকজন সেখান থেকে রান্না ও খাবারের পানি সহজে পাচ্ছে। এলাকার প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০টি পরিবার নিরাপদ পানির আওতায় এসেছে ফলে গ্রামবাসির মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এর জন্য গ্রাম বাসি ও এলাকার লোকজন উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত রিফ্লেক্ট সার্কেলের মহিলাদের সাহসী অথচ জনগুর"ত্বপূর্ন এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানায়।

cKi ms¯'vit

fwgKvt-দুর্যোগ এবং জলবায়ুর ঝুকি হতে উপকূলীয় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা রক্ষা করা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্যোগের বা জলবায়ুর ঝুকি হতে এই জনপদকে রক্ষার জন্য সুপেয় পানি ও সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এর সাথে খাপ খাওয়ানো সহ ঝুকি নিরসনে দক্ষ করা। এর পাশাপাশি উলাসী সৃজনী সংঘ মনে করে যুগ যুগ ধরে বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় এলাকার মানুষ সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত। পানির একমাত্র উৎস হিসেবে পুকুরের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানির উৎস তৈরী করে তাদের জীবন জীবিকা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে সুতারখালী ৩নং ওয়ার্ডের পূর্ব পাড়া কালিমন্দির সংলগ্ন পুকুর সংস্কার করে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

পুকুরটির দৈর্ঘ্য ২৩৪ ফুট এবং প্রস্থ ১৯৫ ফুট বর্তমানে পানি আছে ১০ ফুট । পুকুরটিতে কোন লবন পানি ঢোকেনা। লবন পানি যাহাতে না ঢোকে তার জন্য চতুরদিকে উচু করে বাঁধ দেয়াসহ চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে পুকুরের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) মানুষ এই পুকুরের পানি পান করে। অধিকাংশই বিকাল বেলাতে পানি নেওয়ার লাইন পড়ে যায়।পানি কমে যায় সাধারনত ফাল্গুন মাস থেকে বৈশাখ মাস

পর্যন্ত। সুতারখালী ৩নং ওয়ার্ড পূর্ব পাড়া কালিমন্দির পুকুরের আশে পাশে কামারখোলা ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এবং সুতারখালী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কমি্উনিটি জনগনসহ ০৪ টি রিফ্লেক্ট সার্কেলের ১৪০টি পরিবার এবং ২টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ১১০টি পরিবার কালিমন্দির পুকুর থেকে প্রতিনিয়ত খাবার পানি সংগ্রহ করে।

g‡bvqviv †eMg m‡Li †`Lv †cj|

মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, স্বামী মোঃ আয়ুব আলী গাজী, গ্রাম ও ডাক- নলিয়ান. উপজেলা-দাকোপ, জেলা-খুলনা। মনোয়ারা বেগম একজন গৃহিনী তিন ছেলে ও এক মেয়ে স্বামী আয়ুব গাজী একজন রেনু পোনা ব্যবসায়ী। কিন্তু ২০০৯ সালে ২৫ শে মে আইলা নামক জলোচ্ছাসে অত্র এলাকা প্লাবিত হওয়ার মনোয়ারা বেগমের স্বামী সর্বস্ড় হারিয়ে ফেলে হয়ে যায় নিস্ব। এলাকার জনবসতী ও মানুষগুলো জোয়ার ভাটার পানির সাথে যুদ্ধ করে জীবন জাপন করতে থাবে। মনোয়ারা বেগমের স্বামীর ভিটা বাড়ীতে মোট ৪ বিঘার মত জমি ছিল তার উপরে এক সময় সেখানে একটা অংশে ধান. এক অংশে সাকসবজী. ও একটা অংশে মাছ চাষ করতো । স্বামীর রেনু পোনার ব্যবস্যা ও সাকসবজীর আায় থেকে তার সংসারের খরচ চালাত। কিন্ড় আইলা নামক সর্বনাশা জলোউচ্ছাস হওয়ার পর থেকে মনোয়ারা বেগম হতাশ হয়ে পরেন কি ভাবে তার সংসার চলবে। কিভাবে স্বামী সন্ড়ান নিয়ে আবার সেই সুখের মুখ দেখতে পাবেন। উলাসী সৃজনী সংঘ একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামে ২০১০ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে রিফ্লেক্ট সার্কেল স্থাপন করে মনোয়ারা বেগম উক্ত রিফ্লেক্ট সার্কেলের একজন অংশ গ্রহন কারী হিসাবে যোগদেন। সার্কেলে পড়া লেখার পাশা পাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা. গর“ মোটা তাজা করন. কাকরা চাস ও বিভিন্ন প্রকল্পের আলোচনা করা হয় উক্ত আলোচনা থেকে মনোয়ারা বেগমকে নতুন করে বাচতে সিখার স্পৃহা যাগায় তাই উলাসী সৃনী সংঘের রিফ্লেক্ট সার্কেল তার এক মাত্র সহায়ক মনে করে এবং সে অনুযায়ী মনোয়ারা বেগম গায়ের এক কাকরা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে কাকড়া চাসের হ্যাচারি করার উৎদ্দোগ গ্রহন করেন। মনোয়ারা বেগম তার দুই ছেলে কে উক্ত কাকড়া চাসের হ্যাচারি করার জন্য তার দুই ছেলেকে উৎসাহ প্রদান করে। তাহার মাটির ব্যাংকে জমে থাকা ৫.০০০/- হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুর“ করান। সেখানে নিয়মিত খাবার ও জত্ন নিতে থাকে দুই মাসের মধ্যে তার আসল সহ আরও ৬.০০০/- হাজার টাকা লাভ পায়। মনোয়ারা বেগম তার কাকড়া চাষের লাভের টাকা দ্বারা স্বামীকে একটি চায়ের দোকান করে দিয়েছে বর্তমানে তার মনোয়ারার স্বামী চা বিক্রয় করে যে টাকা আয় করে তাহা দিয়ে তাদের সংসারের বাজার খরচ চলেযায়। মনোয়ারা বেগম মনে করেন রিফ্লেক্ট সার্কেলই তার কাকরা চাসের উদ্দোগের প্রেরনা যুগিয়েছে মনোয়ারা বেগমের স্বামী ও বর্তমানে তার ছেলেদের কাজে সহায়তা করে। মনোয়ারা বেগম এখন স্বামী সন্ড়ান নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছে সে আরো বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়ার নতুস করে স্বপ্ন দেখতে শুর“ করেছে। রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমে এই উৎসাহ যোগানোর জন্য মনোয়ারা বেগম উলাসী সৃজনী সংঘ ও একশন এইড বাংলাদেশ কে ধন্য বাদ জানায়।